17 APR 2017

সংবাদ

শিক্ষক কিভাবে এত অমানবিক হয়

আমরা এর বিচার চাই

প্রক্টরকে সালাম না দেয়ায় গত শুক্রবার রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ। আর এ খবর শুনে তার বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। জানা গেছে, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী দীপু রায় প্রক্টরকে সালাম না দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তামান্না ছিদ্দিকা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। ইভটিজিং করার অভিযোগ এনে ছাত্রটিকে পুলিশে সোপর্দ করে প্রক্টর। এ খবর পেয়ে তার বাবা অনীল চন্দ্র আকস্মিকভাবে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। সন্তানকে আটক করার কারণে বাবার মৃত্যুর খবর জানাজানি হলে তড়িঘড়ি করে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে প্রক্টরের নির্দেশে দীপু রায়কে ছেড়ে দেয় পুলিশ। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তামান্না ছিদ্দিকার পদত্যাগ এবং বিচার দাবি করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। সমাবেশ থেকে আজ সোমবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ও ভিসির কাছে প্রক্টরের অপসারণের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শিক্ষক হলেন মানুষ তৈরির কারিগর। একজন প্রাজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আদর্শ শিক্ষকই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করতে পারেন, সমাজ বদলে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। শিক্ষকতাকে এজন্য অপরাপর পেশার মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। অর্থাৎ একটি সুমহান পেশা হিসেবে অনাদিকাল থেকেই সম্মান ও মর্যাদার আসন পেয়েছে শিক্ষকতা। তবে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিত ঘটনায় এর ঠিক উল্টো চিত্রই আমরা দেখতে পেলাম। শিক্ষক তামান্না ছিদ্দিকা প্রক্টর হয়ে যেন হিতাহিত ভুলে গেলেন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষককে সালাম না দেয়ায় ইভটিজিংয়ের অভিযোগে তাকে পুলিশে দেয়া হলো। এ ঘটনায় তার বাবা দুঃখ পেয়ে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। একটি সভ্য সমাজে এর চেয়ে গ্লানিকর, এর চেয়ে অমানবিক আর কি হতে পারে! এ ঘটনায় যে নির্দয়, অমানবিক ও কদর্য দৃষ্টান্ত শিক্ষক তামান্না ছিদ্দিকা সৃষ্টি করলেন তা গোটা শিক্ষক সমাজের জন্যই অবমাননাকর, কলঙ্কজনক। তবে শুধু শিক্ষক সমাজেই নয় আমরা মনে করি তার মতো এমন ঘৃণ্য মনোবৃত্তির মানুষ কসাইখানাতেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

শিক্ষার্থীর ওপর এ ধরনের নিষ্ঠুরতা মেনে নেয়ার কোন যুক্তি নেই। উল্লিখিত ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত। দোষ প্রমাণিত হলে শিক্ষক নামধারী প্রক্টরের অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তার মতো এমন অবিবেচক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে না থাকাই উত্তম। সারাদেশে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত জবাবদিহিতার আওতায় আনা দরকার। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ না হলে এ ধরনের ঘটনা যে আরও বাড়বে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর